বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

"Bangladesh Bank-Authorized Dealers' Forum" এর ৪০তম সভার রেকর্ড নোটস্।

"বাংলাদেশ ব্যাংক-অনুমোদিত ডিলারস ফোরাম" এর ৪০তম সভা ০২/০২/২০২৬ তারিখ সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় ফোরামের আহবায়ক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের ৫ম তলাস্থ জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ফোরামের সদস্য ও প্রতিনিধিদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"তে দেখানো হ'ল।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে বিগত ৩৯তম সভার রেকর্ডনোটস উপস্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলোর পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করা হয়।

এ পর্যায়ে ফোরামের ৩৯তম সভা হতে ৪০তম সভা পর্যন্ত সময়কালে জারিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহ এবং উত্থাপিত অন্যান্য বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সূচী অনুযায়ী সভার বিস্তারিত আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
০১।	জাপানের নিকট হতে Preferential Tariff Treatment সুবিধা প্রাপ্তি সংক্রান্ত।	বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ-১	সভায় বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ-১ এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, জাপান তাঁদের Generalized System of Preferences (GSP)-এর আওতায় উন্নয়নশীল দেশসমূহ এবং Least Developed Countries (LDC)-কে Preferential Tariff Treament প্রদান করছে। একই সুবিধা LDC উত্তরণকারী দেশসমূহকেও প্রদানের নিমিত্ত তাঁরা সম্প্রতি তাঁদের Temporary Tariff Measures Law-এ সংস্কার এনে তা World Trade Organization কে Notify করেছে। উক্ত Notification মোতাবেক জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক LDC চিহ্নিত দেশসমূহ Special Preferential Treatment for LDCs প্রাপ্য হবে। এছাড়া, যে সকল দেশ LDC তালিকা হতে উত্তরণ করবে সে সকল দেশও উত্তরণ পরবর্তী **সর্বোচ্চ ৩ বছরের জন্য** আলোচ্য সুবিধা প্রাপ্য হবে। এপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ LDC হতে উত্তরণ করলেও জাপান কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাটি অব্যহত থাকবে মর্মে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ-১ এর পক্ষ থেকে সকল এডি ব্যাংককে অবহিত করা হয়। পাশাপাশি, বিষয়টি রপ্তানীকারকসহ অংশীজনদের সরাসরি অবহিতকরণসহ তফসিলি ব্যাংকের নিজ ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদি মাধ্যমে অবহিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।	সকল ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
০২।	বিমানবন্দর কার্গো ভিলেজে অগ্নিকান্ড পরবর্তী এডি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ			
০২(ক)	শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কার্গো ভিলেজে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত আমদানিকৃত মালামালের L/C- এর বিপরীতে Bill of Entry ব্যতীত পেমেন্ট রিলিজের জন্য বিশেষ অনুমোদন প্রসঙ্গে।	বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ-১	ঋণপত্রের বিপরীতে দাখিলকৃত বিল দলিলাদিতে স্বীকৃতি প্রদান ও সৃষ্ট বিলমূল্য পরিশোধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে UCP-600; প্রচলিত নিয়মাচারের পাশাপাশি এফই সার্কুলার নং-৩৩/ তারিখঃ ১৪ আগস্ট ২০২৫ সূত্রে নির্দেশনা রয়েছে মর্মে এফইপিডি-১ অবগত করেছে। তবে, প্রচলিত বিধান অনুযায়ী কোন আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের পূর্বতন কোন আমদানির Bill of Entry যথাসময়ে দাখিল করা না হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী আমদানি কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ নেই। এছাড়া, এফই সার্কুলার নং-৩৩ তারিখঃ ১৪ আগস্ট ২০২৫এর ৩৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যদি আমদানিকৃত পণ্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট বা হারিয়ে যায় (Complete loss), সে বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে যে, যে, Loss of goods : In the event goods are completely lost, copy of the IMP Form should be forwarded to Bangladesh Bank giving full particulars of the loss and the manner in which the insurance claim has been collected. In the event of partial loss, the authenticated copy of the customs bill of entry for the goods actually cleared should be submitted giving full particulars of the loss and the manner in which the insurance claim has been collected. আলোচ্য বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত আমদানি পণ্যের মূল্য প্রচলিত ব্যবস্থার আওতায় নিষ্পত্তি করতে হবে। এপর্যায়ে, সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে অহেতুক অজুহাত দেখিয়ে আমদানি মূল্য পরিশোধ করা হতে বিরত না থাকতে নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া বিল অব এন্ট্রি নিষ্পত্তির সাথে মূল্য পরিশোধের বিষয়কে সংশ্লিষ্ট করা যাবে না মর্মেও সভাকে বলা হয়।	সকল ব্যাংক
০২(খ)	শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সংঘটিত সাম্প্রতিক অগ্নিকান্ডের কারণে বিল অব এন্ট্রি দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ সংক্রান্ত আবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।	ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এফই সার্কুলার-৩৩/২০২৫ এর ৩১(৩) ধারায় বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে আইএমপির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রি নির্ধারিত সময়ে দাখিল করা সম্ভবপর না হলে বিল অব এন্ট্রি দাখিলের সময়সীমা বর্ধিতকরণের জন্য এফইওডি-তে আবেদন জানানোর আবশ্যকতা রয়েছে। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সংঘটিত সাম্প্রতিক অগ্নিকান্ডে পুড়ে যাওয়া আমদানি পণ্যের বিল অব এন্ট্রি দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ সংক্রান্ত আবেদন যথাযথভাবে নিষ্পত্তি প্রদানের লক্ষ্যে দাখিলের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে ১০ (দশ) কার্যদিবস পূর্বে আবেদন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
০২(গ)	বিল অব এন্ট্রি এক্সেটেনশন এবং বিল অব এন্ট্রি ওয়েভার রিকোয়েস্ট গুলোর অনুমোদন প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, গত ১৮ই অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অগ্নিকান্ড ঘটেছিল। এই বিমানবন্দরের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়ে থাকে এবং আমদানিকারকরা তাদের ব্যাংকের মাধ্যমে ডকুমেন্ট এনডোর্স করে আমদানি দ্রব্য ছাড় করেন এবং আমদানি বিল পরিশোধ অথবা একসেপটেন্স প্রদান করেন। এপ্রেক্ষাপটে, আমদানিকারকরা অগ্নিকান্ডে পুড়ে যাওয়া আমদানি পণ্যের বিল অব এন্ট্রি এক্সেটেনশন অথবা সাবমিশন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে ব্যাংকে অনুরোধ করছেন। এ বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক সভার কাছে পরামর্শ প্রার্থনা করে। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইওডি'র পক্ষ থেকে ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট-১ এর পত্র নং-এফইওডি-১/ইমপোর্ট ট্রেড/ ০১/ ২০২৬-১০০, তারিখ- ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণের নিমিত্ত পরামর্শ প্রদান করা হয়।	সকল ব্যাংক
০৩।	GFET - 2018, Vol -1, Chapter-18, Section-II, 14 (i)—c এর নির্দেশনা অনুযায়ী সাধারণ বীমা কর্পোরেশন হতে প্রত্যয়ন পত্র প্রাপ্তি প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।	বীমা কর্পোরেশন আইন-২০১৯, ধারা-১৭ অনুযায়ী,Facultative Re-insurance এর ক্ষেত্রে পুনঃবীমাযোগ্য অংশের ৫০% সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (SBC) এর নিকট ও অবশিষ্ট ৫০% উক্ত কর্পোরেশন বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে অবস্থিত অন্য বীমার নিকট করতে পারবে মর্মে সভায় ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়। এপ্রেক্ষিতে, সভাপতি সংশ্লিষ্ট এডি ব্যাংকসমূহকে GFET - 2018, Vol - 1, Chapter-18, Section-II, 14 (i)—c এর নির্দেশনা অনুযায়ী Facultative Reinsurance এর ক্ষেত্রে পুনঃবীমা যোগ্য অংশের ৫০% SBC এর সাথে করা হয়েছে মর্মে SBC হতে ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে Facultative Re-insurance premium খাতে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণে নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক
০৪।	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত অনাপত্তি পত্রের পলিসি মেয়াদের সাথে বিদেশী বীমা কোম্পানির নিকট হতে গৃহীত পলিসির মেয়াদে মিল না থাকা প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।	ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বীমা আইন, ২০১০ এর ১৯ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন ব্যক্তি বাংলাদেশস্থ কোন সম্পত্তি বা স্বার্থ বিষয়ক ঝুঁকি বাংলাদেশে উপলব্ধ বীমা দ্বারা আবরিত করা যায় না মর্মে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর নিকট হতে অনাপত্তিপত্র ব্যতিরেকে বাংলাদেশের বাহিরে বীমা করতে পারে না। এক্ষেত্রে, দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে বিদেশী বীমা কোম্পানির নিকট হতে গৃহীত বীমা ঝুঁকির বিপরীতে ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম প্রেরণের পূর্বানুমোদনের জন্য এডি ব্যাংক	সকল ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
			আবেদন করে থাকে। এবিষয়ে, বীমা আইন, ২০১০ এর ১৯ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি পত্রে উল্লেখিত পলিসির মেয়াদের সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী বীমা কোম্পানির নিকট হতে গৃহীত পলিসির মেয়াদে মিল থাকে না মর্মে সভায় ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়। ফলে কেইস নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হয়। এমতাবস্থায়, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম প্রেরণের পূর্বানুমোদনের জন্য আবেদনের পূর্বে IDRA কর্তৃক এর অনাপত্তি পত্রের পলিসি মেয়াদের সাথে গৃহীত পলিসির মেয়াদের কোন অসংগতি যেন না থাকে তা যাচাইপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদনপত্র প্রেরণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট এডিব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	
০৫।	**Deemed Export বিলের PRC ইস্যু সংক্রান্ত কার্যক্রমে OIMS-এর বিদ্যমান কনফিগারেশনে উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত ও কার্যকরী প্রতিবন্ধকতা প্রসঙ্গে।**	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	Deemed Export বিলের PRC ইস্যু সংক্রান্ত কার্যক্রমে OIMS-এর বিদ্যমান কনফিগারেশনে উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত ও কার্যকরী প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে মর্মে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। Acceptance ID ও Payment ID-র অত্যধিক সংখ্যক এন্ট্রি থেকে সঠিকটি নির্ধারণ করা জটিল হওয়ায় একটি PRC প্রস্তুত করতে অস্বাভাবিক সময় ব্যয় হচ্ছে। পাশাপাশি, সিস্টেমে Bulk Upload (XML/CSV) সুবিধার অনুপস্থিতি উচ্চ ভলিউম PRC ইস্যুকে সময়সাপেক্ষ করে তুলছে মর্মেও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, সভাপতি ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টকে দ্রুত Bulk Upload কার্যকারিতা সংযোজন ও ডেটা ম্যাপিং সরলীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নিমিত্ত সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।
০৬।	**BB OEMS-এর আওতায় সম্পূর্ণ ডিজিটাল PRC ইস্যু ও যাচাই প্রক্রিয়ার প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে।**	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমানে PRC ইস্যু ও যাচাই একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া; যা গ্রাহক, ব্যাংক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর দৈনন্দিন কাজের গতি এবং কার্যকারিতা ব্যাহত করে। এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে, PRC ইস্যু ও যাচাই প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করার নিমিত্ত স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভায় একটি ডিজিটাল পদ্ধতি প্রস্তাব করে। যা নিম্নে দেওয়া হলো: ০১) রপ্তানিকারক নিজস্ব ক্লায়েন্ট আইডি ব্যবহার করে OEMS-এ PRC আবেদন করতে পারবে। ০২)AD ব্যাংক সেই আবেদন যাচাই করে অনলাইনেই PRC ইস্যু	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
			করবে, এবং ০৩) গ্রাহক OEMS হতে একটি সিস্টেম নোটিফিকেশন পাবে. এখানে কোনো ম্যানুয়াল স্বাক্ষরের প্রয়োজন হবে না, এবং প্রয়োজনে এক পাতার QR-কোডযুক্ত PRC প্রিন্ট করা যাবে, যা কাগজ ও সময় সাশ্রয় করবে। প্রাসঙ্গিক সংস্থাগুলো (যেমন: কাস্টমস, DEDO, VAT, অডিট ইত্যাদি) সরাসরি OEMS-এ লগইন করে PRC যাচাই করতে পারবে মর্মে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। আলোচ্য প্রেক্ষাপটে, সভাপতি ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টকে প্রস্তাবটি বিশদভাবে বিশ্লেষণের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করেন।	
০৭।	**এফই সার্কুলার নং ৩৭; তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫,অনুচ্ছেদ ৬১ এবং** অনুচ্ছেদ ৫৮ (২ ক) **প্রসঙ্গে।**	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	সভায় স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি এফই সার্কুলার নং ৩৭; তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এর অনুচ্ছেদ ৬১ এবং অনুচ্ছেদ ৫৮(২)(ক) এর বিষয়ে স্পষ্টতার নিমিত্ত **সভায় প্রস্তাব** পেশ করে। আলোচ্য বিষয়ে এফইপিডি-১ এর পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয় যে, এফই সার্কুলার নং ৩৭/২০২৫ এর ৬১ নম্বর অনুচ্ছেদের প্রধিকারের আওতায় কেবলমাত্র সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ নিজ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় ব্যয় নিজে বিদেশে পেমেন্ট করতে পারবে। অপরদিকে ৫৮(২)(ক) অনুচ্ছেদের আওতায় অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা হেতু উদ্ভূত ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে।	সকল ব্যাংক
০৮।	**সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট-এর ক্ষেত্রে বিল অব এন্ট্রি জমাদানের সময়সীমা OIMS এ সার্কুলার মোতাবেক করা প্রসঙ্গে।**	ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি	সভায় ইস্টার্ন ব্যাংকের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এফ.ই. সার্কুলার নং ৩৩/২০২৫, পার্ট-B, প্যারা-২৯(২) অনুযায়ী, সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট-এর ক্ষেত্রে বিল অব এন্ট্রি জমাদানের ৪ মাসের সময়সীমা 'Document Acceptance' তারিখ থেকে গণনা করার নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের Online Import Monitoring System (OIMS)-এ এই ধারার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত ইস্টার্ণ ব্যাংক পিএলসি সভায় প্রস্তাব পেশ করে। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডি-১ এর পক্ষ থেকে সভাকে বলা হয় যে, আমদানি বিল Acceptance/স্বীকৃতির তারিখ থেকে ৪ মাসের মধ্যে ইউজেন্স আমদানি বিলের বিল অব এন্ট্রি নিষ্পত্তির বিষয়ে এফই সার্কুলার নং ৩৩/২০২৫ এর ২৯(২) অনুচ্ছেদে নির্দেশনা রয়েছে। পাশাপাশি, গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন, ভলিউম-২ এর ২১(এ)(iii) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। সংশ্লিষ্ট Acceptance/স্বীকৃতি আইএমপি ফরম (ডামি) এর মাধ্যমে রিপোর্ট করা হলে রিপোর্টিং পদ্ধতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইএমপি এর তারিখ থেকে ১২০	সকল ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
			দিন গণনা করবে। এতদপ্রেক্ষিতে, সভাপতি এখন থেকে আবশ্যিকভাবে গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন, ভলিউম-২ এর ২১(এ)(iii)অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য সভায় উপস্থিত সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংককে পরামর্শ প্রদান করে।	
০৯।	**অ্যাডভান্স পেমেন্ট (TT) লেনদেনের জন্য পৃথক রিপোর্টিং কোড বরাদ্দকরণ প্রসঙ্গে।**	ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি	সভায় ইস্টার্ন ব্যাংকের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাডভান্স পেমেন্ট (TT) এবং ডকুমেন্ট এগেইন্সট পেমেন্ট (DP) লেনদেনের জন্য কোড নম্বর ১৫, ৩১ এবং ৩৩ ব্যবহার করছে। অ্যাডভান্স পেমেন্ট (TT)-কে ডকুমেন্ট এগেইন্সট পেমেন্ট (DP) লেনদেন থেকে পৃথকভাবে শনাক্ত করার সুবিধার্থে অ্যাডভান্স পেমেন্টের জন্য একটি স্বতন্ত্র কোড বরাদ্দের নিমিত্ত ইস্টার্ণ ব্যাংকের প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাব পেশ করেছে। আলোচ্য প্রেক্ষাপটে, সভাপতি ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টকে প্রস্তাবটি বিশদভাবে যাচাইয়ের নির্দেশনা প্রদান করেন।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।
১০।	**Import by EPZ Company from EPZ Company under Back-to-Back LC এর জন্য LC কোড ব্যবহারের নির্দেশনা প্রসঙ্গে।**	ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি	সভায় ইস্টার্ন ব্যাংকের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এফইওডি সার্কুলার পত্র নং ০১ (তারিখ: ২১.০৫.২০২৪)-এর আলোকে বর্তমানে "Import by EPZ Company from EPZ Company under Back-to-Back LC" এর জন্য কোনো পৃথক কোড বরাদ্দ নেই। অতএব, এফইওডি সার্কুলার পত্র নং ০১ -এর আলোকে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি-এর মাধ্যমে ইপিজেড থেকে ইপিজেড-এ আমদানির ক্ষেত্রে নতুন এলসি কোড ব্যবহারের বরাদ্দের নিমিত্ত ঢাকা ব্যাংকের প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাব পেশ করে। উক্ত প্রেক্ষাপটে, সভাপতি ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টকে প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন/যাচাইয়ের নির্দেশনা প্রদান করেন।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।
১১।	অভ্যন্তরীণ **বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে অফশোর ব্যাংকিং হতে Buyers Credit সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে।**	ঢাকা ব্যাংক পিএলসি	সভায় ঢাকা ব্যাংকের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বর্তমানে ইডিএফ সুবিধা কমে যাওয়ায় Direct Exporter রা অভ্যন্তরীণভাবে কাঁচামাল ক্রয় করার জন্য আভ্যন্তরীণ বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে **Buyers Credit** সুবিধার জন্য আবেদন করছে। এমতাবস্থায় Offshore Banking Unit থেকে অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে **Buyers Credit** সুবিধা প্রদানের বিষটি স্পষ্টিকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা কামনা করা হয়। আলোচ্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রস্তাবিত বিষয়টি এফইপিডি-১ পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	এফইপিডি- ১, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
১২।	Local Sales Contract **এর বিপরীতে** Deemed Exporter **কর্তৃক তাদের কাচামাল ক্রয়ের জন্য** Local BTB/EDF **এলসি ওপেনের সুবিধা প্রদান ও** এরূপ চুক্তির **বিপরীতে প্রাপ্ত** Export Proceeds **এর ক্ষেত্রে** Deemed Exporter **দের** ERQ **সুবিধা প্রসঙ্গে।**	ঢাকা ব্যাংক পিএলসি	সভায় ঢাকা ব্যাংকের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এফ ই সার্কুলার ৩৩, তারিখ: আগস্ট ১৪, ২০২৫ এর পার্ট- জি এর ৫০ ও ৫১ অনুচ্ছেদ অনুসারে Deemed Exporter রা, তাদের অনুকূলে ইস্যুকৃত Inland BTB এলসির বিপরিতে কাঁচামাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে BTB/EDF এলসি খুলতে পারেন। কিছু ব্যাংক Inland BTB এলসি ছাড়াও Direct Exporter কর্তৃক ইস্যুকৃত Local Sales Contract এর বিপরীতেও Local BTB/EDF এলসি সুবিধা প্রদান করছে মর্মে ঢাকা ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। এমতাবস্থায়, Direct Exporter (Non EPZ. এরিয়ায় অবস্থিত) কর্তৃক Deemed Exporter এর অনুকূলে ইস্যুকৃত Local Sales Contract এর বিপরীতে Deemed Exporter দের জন্য BTB/EDF এলসি ওপেনের সুবিধা প্রদানের বিষয়টি স্পষ্টীকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অনুরোধ করা হয়। আলোচ্য বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে এফইপিডি-১ কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় স্থায়ী লেনদেন সরকারের অন্যান্য দপ্তরের বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। **বিদ্যমান ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির আওতায় সংশ্লিষ্ট লেনদেন প্রাধিকারভুক্ত না হওয়ায়** প্রস্তাবিত বিষয়ে অত্র বিভাগের করণীয় নেই মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।পাশাপাশি, লেনদেন সম্পাদন না হলে ইআরকিউ হিসাবে অর্থ জমার উপলক্ষ তৈরী হয় না মর্মেও সভাকে জানানো হয়।	সকল ব্যাংক
১৩।	**ডায়াগনষ্টিক রিয়েজেন্ট(ইন-ভিট্রো) ধরনের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রসঙ্গে।**	বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ-২ (প্রাইস মনিটরিং ইউনিট)	সভায় বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ-২ এর প্রাইস মনিটরিং ইউনিট হতে বলা হয় যে, ঔষধ ও কসমেটিকস আইন ২০২৩ এর ১ম অধ্যায়; ২য় অনুচ্ছেদ এর ৫ম উপ-অনুচ্ছেদ (খ) এবং ৩৩তম উপ-অনুচ্ছেদ মোতাবেক মেডিকেল ডিভাইসকে ঔষধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে ও ডায়াগনস্টিক রিয়েজেন্টসমূহকে (in vitro, in vivo and in silico reagent) মেডিকেল ডিভাইস এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত আইনের ৭ম অধ্যায়, ৪১তম অনুচ্ছেদ এর ১ম উপ-অনুচ্ছেদ মোতাবেক লাইসেন্স ব্যতীত বা লাইসেন্সে আরোপিত শর্ত বহির্ভূতভাবে কোনো ধরনের ঔষধ আমদানি করা যাবে না এবং ২য় উপ-অনুচ্ছেদ মোতাবেক লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ধরনের নিবন্ধিত ঔষধ আমদানি করা যাবে না। উপর্যুক্ত বিষয়ে ঔষধ ও কসমেটিকস আইন ২০২৩ এর নির্দেশনা	সকল ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
			যথাযথভাবে পরিপালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অনুমোদনসমূহ সময়ে সময়ে হালনাগাদ করার বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করেন।	
১৪।	**বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Leaflet এবং Foreign Investment and Financing Portal প্রসঙ্গে।**	এফইআইডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।	প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) আকৃষ্ট করা ও ব্যবসা করার সহজতা (ease of doing business) নিশ্চিতকরণের প্রয়াসে **বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ কর্তৃক** বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট নিয়ম-নীতি শিথিল/হালনাগাদ করে সার্কুলার জারি করা হয়ে থাকে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। সম্ভাব্য ও সক্রিয় বিনিয়োগকারীদের নিকট বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং উল্লিখিত সার্কুলারসমূহের সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য Foreign Investment and Financing Portal নামে একটি ওয়েব পোর্টাল প্রস্তুতকরত বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে মর্মে **বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ সভায় সকলকে অবহিত করেছে।** এছাড়া, এ বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা ও তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণে ওয়েব পোর্টালে সংযুক্ত বিষয়াবলির সারসংক্ষেপ নিয়ে **বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ** কর্তৃক অক্টোবর ২০২৫ এ একটি Leaflet প্রস্তুত করা হয়েছে যা বিনিয়োগকারীদের জ্ঞাতার্থে আনয়ন ও বিতরণের জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন পাঁচ তারকা হোটেল কর্তৃপক্ষ, বিনিয়োগ প্রচার সংস্থাসমূহ, বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন বৈদেশিক দূতাবাস/মিশন ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে **বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ সভাকে অবহিত করে।** আলোচ্য বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে উল্লিখিত লিফলেট ও পোর্টালের লিংক তফসিলি ব্যাংকের ফেইসবুক পেইজসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রদর্শন/শেয়ার করা এবং ওয়েবসাইটে সংযোজন করার পরামর্শ প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক
	বিবিধ আলোচনা			
১	এফইপিডি-১ সার্কুলার নং ৩/২০২৬ **প্রসঙ্গে।**	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	সভায় স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এফইপিডি-১ সার্কুলার নং ৩/২০২৬ মোতাবেক সর্বোচ্চ ৩দিনের মধ্যে ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স নগদায়ন করতে হবে। কিন্তু অনেক প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্যের বিপরীতে রপ্তানিকারকের নিকট থেকে তথ্য পেতে সমস্যা হয়। এতদপ্রেক্ষিতে, আলোচ্য সময় বৃদ্ধির জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে এফইপিডি-১ কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, এফইপিডি-১ সার্কুলার নং ৩/২০২৬ এর মাধ্যমে Advance	এফইপিডি- ১, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
			remittance voucher (ARV) পদ্ধতি প্রত্যাহার করা হয়নি। এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে তাৎক্ষনিকভাবে প্রত্যাবাসিত রপ্তানি আয় নগদায়ন করা যায়; এফইপিডি-১ সার্কুলার নং ৩/২০২৬ এর নির্দেশনা পরিবর্তনের সুযোগ নেই মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।এছাড়াও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি আরও বলেন যে, ERQ হিসাব হতে ৫০,০০০ ইউএস ডলার অগ্রিম পরিশোধের সুযোগ রয়েছে। আলোচ্য সুবিধা নন-ব্যাক টু ব্যাক পুল হতে অগ্রিম আমদানি মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রেও প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রস্তাবিত বিষয়ে এফইপিডি-১ পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	

পরিশেষে সভায় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
আহবায়ক, বিবি-এডি ফোরাম
ও
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক